২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

এপ্রিল ২০২৪

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১৫(৪) ধারার
বিধানমতে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত

আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	১-২৮
পরিশিষ্ট	২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	২৯-৪৩
(ক)	রাজস্ব পরিস্থিতি	৩১-৩৪
(খ)	সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি	৩৫-৩৭
(গ)	বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	৩৮-৩৯
(ঘ)	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	৪০-৪১
(ঙ)	বৈদেশিক খাত	৪২
(চ)	মূল্যস্ফীতি	৪৩

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১৫(৪) ধারার বিধানমতে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

মাননীয় স্পিকার

০১। প্রতিবেদনের প্রারম্ভে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; যিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং জীবন দিয়ে এদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসার শেষ বিন্দুটুকুও উৎসর্গ করেছেন। অতল শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের কালরাতে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ জাতির পিতার পরিবারবর্গকে। স্মরণ করছি অমর একুশের শহিদদের, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদ এবং নির্যাতিতা দুই লক্ষ মা-বোনকে। কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি শহিদ জাতীয় চার নেতাকে।

০২। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ আর্থসামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ সময়ে সরকার নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করতেও সক্ষম হয়েছে। কোভিড-১৯ এর মতো অতিমারির ধাক্কা সফলভাবে কাটিয়ে উঠেছে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্ভূত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব উত্তরণে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যে সরকার কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন, পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল ও বঙ্গবন্ধু টানেল চালুকরণসহ বিভিন্ন অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পসমূহের কাজ সময়মত সম্পন্ন করা, সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষিখাতে প্রণোদনা প্রদানসহ অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরে নিরলসভাবে কাজ করছে। দীর্ঘ ১৬ বছরের পথ পরিক্রমায় আমরা ইতোমধ্যে নিম্ন আয়ের দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তীর্ণ হয়েছি, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সকল মানদন্ড পুরণ করেছি এবং আগামী ২০২৬ সালে এই উত্তরণ সম্পন্ন হবে। স্বাধীনতার চেতনা সমুন্নত রেখে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫) এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)-এর বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ২০৩০ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০ বাস্তবায়নের কাজও এগিয়ে চলছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আদলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখি, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

০৩। বিগত কয়েকবছর ধরে কোভিড-১৯ সহ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অন্যান্য ভূ-রাজনৈতিক কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে একধরনের অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। কোভিড-১৯ অতিমারি শুরুর পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা বজায় ছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৭.৮৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি (ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬ হিসাবে) অর্জিত হয়। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ অতিমারির ঋণাত্মক প্রভাবের ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কমে ৩.৪৫ শতাংশ হয়েছিল। এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকার ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ হাতে নেয়, যা জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থান বজায় রাখা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। সরকারের নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে আমাদের অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয় এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৭.১০ শতাংশে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হতে উদ্ভূত রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের ফলে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বিশেষ করে খাদ্য পণ্য ও জ্বালানির যোগান বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি উন্নত দেশসমূহে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও নিম্ন প্রবৃদ্ধির কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতি এখনো নানাবিধ বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করছে। সকল বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৭৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয় যেখানে ২০২৩ সালে বৈশ্বিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ৩.০ শতাংশ এবং উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪ শতাংশ। চলমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার বাজেটে ৭.৫০ শতাংশে নির্ধারণ করা হলেও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সংশোধিত বাজেটে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২,৭৪৯ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮৪২ মার্কিন ডলার। ২০২২ সালে দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার কমে যথাক্রমে ১৮.৭ ও ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে, যেখানে ২০০৫ সালে দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ৪০.০ ও ২৫.১ শতাংশ। এছাড়া গড় আয়ু, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। তবে বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক কারণে বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিরূপ প্রভাব চলমান আছে তা থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। কিন্তু, আমি আশাবাদী সকল বৈরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করে আমাদের বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

মাননীয় স্পিকার

০৪। এ পর্যায়ে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির উপর আলোকপাত করতে চাই। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে রাজস্ব আয়, রপ্তানির প্রবৃদ্ধি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয়, ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ প্রভৃতি মৌলিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের

অবস্থান সন্তোষজনক। রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ধনাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তবে সরকারের কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আমদানির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি কিছুটা ঋণাত্মক। সার্বিকভাবে চলমান অর্থবছরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে বলে আমি আশা প্রকাশ করছি।

মাননীয় স্পিকার

০৫। আমি এখন পর্যায়ক্রমে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করব। প্রথমেই সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চলকসমূহের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মহান জাতীয় সংসদে পেশ করতে চাই।

এক নজরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে সামষ্টিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি:

০৬। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে-

- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যানুযায়ী কর রাজস্বের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৮৯ শতাংশ বেড়েছে;
- ✓ মোট সরকারি ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৯৮ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৬২ শতাংশ বেশি;
- ✓ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার দাঁড়িয়েছে মোট বরাদ্দের ২৩.৩ শতাংশে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৫ শতাংশ বেশি;
- ✓ বৈশ্বিক সংকট ও করোনা পরবর্তী চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছু কমে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে দাঁড়িয়েছে ২৭.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- ✓ দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে রপ্তানি আয় ২৭.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাড়িয়েছে, যা বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৮৪ শতাংশ বেশি। বিগত অর্থ বছরের একই সময়ে রপ্তানি আয় ছিল ২৭.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- ✓ দেশের আমদানির ওপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধের কারণে আমদানি ব্যয় বিগত অর্থবছরের তুলনায় ১৯.৮০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং বিগত অর্থবছরেও একই

সময়ে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.১৫ শতাংশ। বর্তমানে বিলাস দ্রব্যের আমদানি পরিহার করা এবং মিতব্যয়িতার কারণে আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে;

- ✓ দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে দেশে প্রবাস আয়ের প্রবাহ দাঁড়িয়েছে ১০.৭৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৯১ শতাংশ বেশি;
- ✓ বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০২২ এর ৭.৭০ শতাংশের তুলনায় ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে হয়েছে ৯.৪৮ শতাংশ। অন্যদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০২২ এর ৮.৭১ শতাংশের তুলনায় ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে ৯.৪১ শতাংশ হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

০৭। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের শুরুতেই আমি দৃষ্টি দিতে চাই সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় পরিস্থিতির দিকে। এরপর, দেশের অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক চিত্র মহান সংসদে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবশেষে, এবারের বাজেটে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সাধিত অগ্রগতির ওপর কিছুটা আলোকপাত করব। এছাড়া, প্রতিবেদনের শেষে 'পরিশিষ্ট' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দ্বিতীয় প্রান্তিকে সরকারের আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র।

মাননীয় স্পিকার

অর্থবছর ২০২৩-২৪: দ্বিতীয় প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

০৮। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে সর্বমোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা (জিডিপির ৯.৯ শতাংশ)। দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই-ডিসেম্বর) শেষে আহরিত মোট রাজস্বের পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৫৭ কোটি টাকা, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৩৭.৩ শতাংশ। দ্বিতীয় প্রান্তিকে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৯ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে কর রাজস্ব (এনবিআর এবং এনবিআর বহির্ভূত) আহরণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৩ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) আহরণের প্রবৃদ্ধি ৩৪.৬ শতাংশ। এ সময়ে কর বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) আহরণের পরিমাণ ২৪ হাজার ২৯৩ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৪৮.৬ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর হিসাব অনুযায়ী, দ্বিতীয় প্রান্তিকে এনবিআর এর রাজস্ব আদায় হয়েছে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৩০ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৯ শতাংশ বেশি এবং চলতি অর্থবছরের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৩৮.৫ শতাংশ।

০৯। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে ইতোমধ্যে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ও বিধিমালা এবং আয়কর আইন ২০২৩ এর বাস্তবায়ন, শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি আরো উন্নত ও সহজতর করতে আগামী জুলাই ২০২৪ হতে কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর বাস্তবায়ন, ১০ (দশ) লক্ষ বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূসক পরিশোধে ই-পেমেন্ট/এ-চালান বাধ্যতামূলক, উৎসে কর কর্তন সহজ করার জন্য Electronic Tax Deduction at Source (ETDS) এর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু, ক্রমান্বয়ে ০৩ (তিন) লক্ষ Electronic Fiscal Device (EFD) ও Sales Data Controller (SDC) মেশিন স্থাপনের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি, থার্ড পার্টি ডাটা ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্তকরণ, Medium and Long-term Revenue Strategy (MLTRS) প্রণয়নের উদ্যোগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক Tax Expenditure Study সম্পন্নকরণের উদ্যোগ ইত্যাদি। এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষ দিকে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

মাননীয় স্পিকার

২০২২-২৩ অর্থবছরের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

১০। আমি এখন সরকারের ব্যয় পরিস্থিতির দিকে আলোকপাত করতে চাই। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৫০৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশ); এর মধ্যে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৪১ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৬৬ কোটি টাকা। উক্ত প্রাক্কলনের বিপরীতে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় হয়েছে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৯৩০ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৮৮.২২ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৪.৭২ শতাংশ বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৯২১ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৮৪.৩৩ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপি ব্যয় অপেক্ষা ২.৯১ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.৭৮ শতাংশ), যা ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ১০.৪৮ শতাংশ বেশি।

অর্থবছর ২০২৩-২৪: প্রথম ছয় মাসের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

১১। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.১২ শতাংশ)। এর মধ্যে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৯০ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ২ লক্ষ ৬৩ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.২২ শতাংশ)। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় প্রান্তিক শেষে মোট ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৯৮ কোটি টাকা (বাজেট বরাদ্দের ২৫.৫৮ শতাংশ)। এর মধ্যে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৭ কোটি টাকা (বাজেট বরাদ্দের ৩০.৬৯ শতাংশ)। সার্বিকভাবে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে গত অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় মোট ব্যয় ৫.৬২ শতাংশ বেড়েছে, পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ১.০৯ শতাংশ বেড়েছে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ২৬.৩৬ শতাংশ বেড়েছে।

১২। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের বিবেচনায় ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয় যথা: স্থানীয় সরকার বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মোট ব্যয়ে বাজেটের ৪৪.৪৭ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গত অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় এ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর ব্যয় ১৫.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ব্যয় ০.০৮ শতাংশ কমেছে। অপরদিকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ এডিপি বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হচ্ছে স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, সেতু বিভাগ। এ ১০ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭২.৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। আইএমইডি'র তথ্যানুসারে প্রথম ছয় মাসে ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ২৩.০ শতাংশ এবং সার্বিকভাবে মোট এডিপি বরাদ্দের ব্যয় হয়েছে ২৩.৩ শতাংশ । চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৫ শতাংশ বেড়েছে।

মাননীয় স্পিকার

বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতি

১৩। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে যা প্রাক্কলিত জিডিপি'র ৫.২৩ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে জিডিপি'র ২.০৫ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে জিডিপি'র ৩.১০ শতাংশ সংস্থানের

পরিকল্পনা করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা; বিগত অর্থবছরে একই সময়ে বাজেট ঘাটতি ছিল ২০ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ গ্রহণ অপেক্ষা ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ৩ হাজার ২৮৭ কোটি টাকা বেশি হয়েছে এবং বৈদেশিক উৎস হতে নীট (অনুদানসহ) ১০ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থায়ন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১৪। উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩) জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতিতে সংকোচনশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নীতি সুদহার (রেপো) ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর ২০২৩ নাগাদ ৭.৭৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়। সামগ্রিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মুদ্রানীতিকে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে 'মুদ্রাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (monetary targeting)' হতে সরে এসে 'সুদহার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (interest rate targeting)' সম্বলিত মুদ্রানীতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি, ঋণের সুদহারের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিয়ে বাজারভিত্তিক রেফারেন্স সুদহার (SMART) চালু করা হয়। চলতি অথবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতিতেও রক্ষণশীল উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। এতে নীতি সুদহার বাড়ানোর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী রাখার স্বার্থে ক্রলিং পেগ (crawling peg) ভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

১৫। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে ব্যাপক মুদ্রা এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই সীমিত ছিল। মুদ্রানীতিতে ডিসেম্বর ২০২৩ নাগাদ ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯.৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.৬ শতাংশ। অপরদিকে রিজার্ভ মুদ্রা ডিসেম্বর ২০২৩ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২.০৩ শতাশ (৭,৬৯৬ কোটি টাকা) হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি, নিট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাসের পরিমাণ মুদ্রানীতি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এসময় মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূলত বিভিন্ন সংকোচনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হলেও অর্থনীতির কতিপয় খাত যেমন-কৃষি, কটেজ-মাইক্রো-ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, আমাদানি প্রতিস্থাপনকারী শিল্পসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ খাতে ঋণ সরবরাহ যাতে নিরবিচ্ছিন্ন থাকে সে ব্যাপারে

সচেতন উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩) পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় কৃষি ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.১ শতাংশ। এসময় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ বেড়েছে ১১.৯ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বেড়েছে ১০.১ শতাংশ।

মাননীয় স্পিকার

মূল্যস্ফীতি

১৬। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সরকারের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নির্ধারিত অগ্রাধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম। মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার বিষয়ে আমাদের সরকার বিগত বছর থেকেই বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধি এবং মার্কিন ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সারা বিশ্বে উচ্চ মুল্যস্ফীতির চাপ দেখা যায়, যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশেও মূল্যস্ফীতির চাপ প্রকট হয়েছে। বিবিএস এর সূত্রানুসারে ডিসেম্বর ২০২৩ মাস শেষে সাধারণ মূল্যস্ফীতি (বার মাসের গড় ভিত্তিতে) দাঁড়িয়েছে ৯.৪৮ শতাংশ, যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১০.০৮ শতাংশ এবং খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.০৫ শতাংশ। ডিসেম্বর শেষে সার্বিক মূল্যস্ফীতি এ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার (৭.৫০ শতাংশ) চেয়ে ১.৯৮ পারসেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। উল্লেখ্য, বিগত অর্থবছরের (২০২২-২৩ অর্থবছর) একই সময়ে সার্বিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.৭০ শতাংশ, যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.৭৫ শতাংশ এবং খাদ্য বর্হিভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.৬২ শতাংশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী চলতি বছরে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে এবং একই সাথে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বছর শেষে মূল্যস্ফীতি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে থাকবে বলে আশা করছি।

মাননীয় স্পিকার

সুদের হার

১৭। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতি সুদহার বৃদ্ধিসহ গৃহীত অন্যান্য উদ্যোগের ফলে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে বাজারভিত্তিক গড় সুদহারে বেশ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৩ -এ ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণের সুদহার (ভারিত গড়) ছিল ৯.৩৬ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২.১৪ শতাংশ বিন্দু এবং জুন ২০২৩ এর তুলনায় ২.০৫ শতাংশ বিন্দু বেশি। অপরদিকে, ডিসেম্বর ২০২২ -এ আমানতের গড় সুদহার ছিল ৪.২৩ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০২৩ -এ বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৭০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমানতের সুদহারের প্রবৃদ্ধি ঋণের

সুদহারের প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হওয়ায় আমানত ও ঋণের সুদহারের ব্যবধান (spread) ডিসেম্বর ২০২২ এর ২.৯৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০২৩-এ ৪.৬৬ শতাংশে পৌঁছেছে।

১৮। নীতি সুদহার বৃদ্ধির প্রভাবে কলমানি রেট বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০২৩ -এ ৮.৮৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে যা ডিসেম্বর ২০২২ এবং জুন ২০২৩ এর তুলনায় যথাক্রমে ৩.০৪ এবং ২.৭৮ শতাংশ বিন্দু বেশি। ছয় মাসের গড়ভিত্তিক ট্রেজারি বিল রেট (SMART) জুন ২০২৩ এর ৭.১০ শতাংশ হতে বেড়ে ডিসেম্বর ২০২৩ -এ ৮.১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার ন্যায় ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সুদহারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদহার জুন ২০২৩ -এর ৮.২০ শতাংশ হতে বেড়ে ডিসেম্বর ২০২৩ -এ ১১.৭৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমানতের সুদহার ৭.৯৩ শতাংশ হতে ৮.৬৫ শতাংশে এবং সুদহারের ব্যবধান ০.২৭ শতাংশ হতে ৩.১২ শতাংশে পৌঁছেছে।

সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ

মাননীয় স্পিকার

বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

আমদানি ও রপ্তানি

১৯। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল ভেংগে পড়ার পরেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমাদের রপ্তানি আয় হয়েছে ৫৫.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৬.৬৭ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে (জুলাই-ডিসেম্বর) বাংলাদেশের রপ্তানির প্রবৃদ্ধি বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ০.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পণ্য খাতে উক্ত লক্ষ্যমাত্রা ৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সেবা খাতে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। করোনা অতিমারি পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা পরবর্তীতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বর্তমান বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ফলে উদ্ভূত বিরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে পণ্য বহুমুখীকরণ, বাজার বহুমুখীকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টিতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার

লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪-কে আরও যুগোপযোগী করে রপ্তানি নীতি ২০২৩-২০২৬ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪৩টি খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১ শতাংশ হতে ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী সম্ভাব্য প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলায় প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার Preferential Market Access and Trade Agreement বিষয়ে কৌশলপত্র এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাণিজ্য সম্ভাবনা রয়েছে এমন সম্ভাবনাময় ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশ ও অর্থনৈতিক জোটের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA), অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA), সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA), দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ০৯টি দেশ ও ০৩টি জোটের সাথে বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ/পিটিএ/সেপা) সম্পাদনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশসমূহ হলো: ভারত, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, জাপান, সিঙ্গাপুর, কানাডা, চীন, মালয়েশিয়া এবং আসিয়ান অর্থনৈতিক জোট, মার্কোসুর জোট ও ইউরেশিয়া অর্থনৈতিক জোট।

২০। দেশের আমদানির ওপর সরকারি বিভিন্ন বিধি-নিষেধের কারণে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে (জুলাই-ডিসেম্বর) ৩০.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৮০ শতাংশ কম।

প্রবাস আয়

মাননীয় স্পিকার

২১। উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির উপর প্রবাস আয়ের ইতিবাচক প্রভাব সার্বজনীনভাবে প্রমাণিত। প্রবাস আয় আমদানি ব্যয় পরিশোধ, লেনদেন ভারসাম্যকে শক্তিশালীকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক ঋণের দায় পরিশোধে সহায়তা করে। প্রবাস আয় একদিকে লেনদেন ভারসাম্যে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বহিঃখাতকে শক্তিশালী অবস্থানে রাখে, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে দেশে প্রবাস আয়ের প্রবাহ ছিল ১০.৮ বিলিয়ন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৯ শতাংশ বেশি। প্রবাস আয়ে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য সরকার বিগত অর্থবছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও ২.৫ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা প্রদান করছে। পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রক্রিয়া সহজ করা, হুন্ডিসহ অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ নিরুৎসাহিত করা এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স গ্রহণ অনুমোদন করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শ্রমশক্তির দক্ষতা

উন্নয়নের জন্য National Skills Development Authority (NSDA) ও National Human Resource Development Fund (NHRDF) গঠন, Skills for Employment Investment Program (SEIP) এবং Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) প্রকল্পসহ অন্যান্য দক্ষতা বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দেশে দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে। এছাড়া সরকার প্রচলিত শ্রমবাজারের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টিতে সচেষ্ট রয়েছে। তাই চলতি অর্থ বছরের শেষে এই প্রবাস আয় পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভ

মাননীয় স্পিকার

২২। এবার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও এর বিনিময় হার নিয়ে কিছু কথা বলব। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে (জুলাই-ডিসেম্বর) রপ্তানি বৃদ্ধি, আমদানি ব্যয় হ্রাস ও প্রবাস আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাব ভারসাম্য ধনাত্মক ছিল। তবে ফাইন্যান্সিয়াল একাউন্টের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ জুন ২০২৩ মাসের তুলনায় কমেছে। ডিসেম্বর ২০২৩ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২৭.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে প্রায় ৫.২ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। ডিসেম্বর ২০২৩ মাস শেষে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ১১০.১৫ টাকা, যা বিগত বছরের একই সময়ে ছিল ৯৮.৮৪ টাকা। এ সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে অবচিতি (depreciation) হয়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। সরকার ইতোমধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ খুব দ্রুত পূর্বের শক্ত অবস্থানে ফিরে যাবে বলে আমি আশা করছি।

মাননীয় স্পিকার

চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কতিপয় বিষয়ের অগ্রগতি

২৩। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে আমরা জনগণকে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, বিগত বাজেটে দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাছাড়া, পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনেক কার্যক্রম চলমান আছে। মহান সংসদের অবগতির জন্য এখন আমি বাজেটে প্রতিশ্রুত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা

২৩.১। রূপকল্প-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা শিক্ষা খাতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছি। মধ্যমেয়াদে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ডিজিটাল শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে উৎসাহিত করাসহ অন্যান্য চলমান কার্যক্রমগুলো আমরা অব্যাহত রেখেছি। শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ-এ স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা সার্বিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। তন্মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার, উপবৃত্তি, পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, ডিজিটালাইজেশন, স্কুল ফিডিং ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুণগত উৎকর্ষতা সাধনে ৫১৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক ইন্টার অ্যাকটিভ শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হচ্ছে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান ও জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নে পিইডিপি ৪, ঢাকা শহরে দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন প্রকল্প, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, ১০ হাজার নির্বাচিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়ে) শীর্ষক নতুন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। '১০০টি উপজেলায় প্রতিটিতে ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে নবনির্মিত ৮৫টি টিএসসিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ সকল টিএসসিগুলিতে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ৫০০০ এর অধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে।

২৩.২। ২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ৩০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা ১০০টি উপজেলায় ১টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এর মধ্যে নবনির্মিত ৮৫টি টিএসসিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ সকল টিএসসিগুলিতে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ৫০০০ এর অধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এইচএসসি ও ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশকৃত মোট ৭২০ জন শিক্ষার্থী প্রতিবছর বিএসসি-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এছাড়া, ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে।

মাননীয় স্পিকার

স্বাস্থ্য

২৩.৩। মানসম্মত ও জনবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা আমাদের সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। দেশব্যাপী স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায়, ৬টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১ হাজার ৩১৩ হতে ২ হাজার ২০০ শয্যায়, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ৪১৪টি শয্যা বৃদ্ধি করে ১ হাজার ২৫০ শয্যায়, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি ঢাকার শয্যা সংখ্যা ২০০ হতে ৫০০ শয্যায় ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ২০০ শয্যা বৃদ্ধিপূর্বক ৪০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২৩.৪। এছাড়াও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫ হাজার শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে এবং ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ প্রকল্প, ৮টি বিভাগীয় হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতাল, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে একটি লিম্ব সেন্টার স্থাপনসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক সুষ্ঠু বিকাশের জন্য ৪৯২টি উপজেলা, ৬১টি জেলা/সদর হাসপাতাল এবং ২৩টি স্কুল হেলথ ক্লিনিকে Adolescent Friendly Health Service স্থাপনের কাজ চলমান আছে। এর আলোকে MIS এবং HIS &

e-Health-এর DHIS2 তে রিপোর্টিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এর আওতায় ইতোমধ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২৩.৫। সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্পন্ন বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা, সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আবির্ভূত নতুন রোগ নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি, উন্নত ও দক্ষ ঔষধখাত প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কাজ করছি।

মাননীয় স্পিকার

ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

২৩.৬। জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান তুলনামূলকভাবে বাড়ার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই হচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ক্ষমতা নিশ্চিত করতে স্বল্প-, মধ্য- ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২৯ হাজার ৭২৭ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) মেগাওয়াট এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে জীবাশ্ম এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক ৯ হাজার ৭২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে, ৩ হাজার ৪০৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, ৬২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে আরও ৯ হাজার ৮১১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন পরিকল্পনাধীন রয়েছে। এছাড়া ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে আমরা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণে গুরুত্বারোপ করেছি। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে গত ১৫ বছরে প্রায় ১৪ হাজার ৯৬০ সার্কিট কিলোমিটার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করেছি। এর পাশাপাশি এই পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার কিলোমিটার। নেপালের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে নির্মিতব্য জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে পাওয়ার সেল এগ্রিমেন্ট (পিএসএ) চুক্তি স্বাক্ষরের কাজ চলমান রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩.৭। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আমরা জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহ উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দৃঢ় প্রচেষ্টায় ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ এবং ইলিশা- এলাকায় ৩টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি শাহবাজপুর ইস্ট, টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২ কূপ খনন কাজ শেষ হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া গেছে। এছাড়া বিয়ানিবাজার-১ ও তিতাস-২৪ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নের পর গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল) কর্তৃক ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৪,০৫,২০০টি, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক চট্টগ্রাম এলাকায় ৬২,০০০টি ও জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড কর্তৃক সিলেট এলাকায় ৪৯,২৬০টি (সর্বমোট ৫,১৬,৪৬০টি) প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

২৩.৮। জ্বালানি তেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৪৪০ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২৫ সাল ও ২০৩০ সাল নাগাদ যথাক্রমে আরো প্রায় ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৫০ মেট্রিক টন ও প্রায় ১০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হবে।

যোগাযোগ অবকাঠামো

২৩.৯। যোগাযোগ খাতে আমরা সকল মাধ্যম অর্থাৎ সড়ক, সেতু, রেল, নৌ ও আকাশপথ এর সমন্বিত উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য হল- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরাপদ, টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে, বর্তমানে চলমান কার্যক্রমসমূহের সময়ানুগ বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর মান সংরক্ষণের ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। চলমান অর্থবছরে আমরা কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আমরা সড়ক, সেতু, কালভার্ট, ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ করার ফলে সারাদেশে ২২ হাজার ৪৭৬ কি. মি. দৈর্ঘ্যের সুগঠিত মহাসড়ক তৈরি হয়েছে। এর ফলে নির্বিঘ্ন পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া, দেশজুড়ে প্রায় ৭১৮ কি. মি. জাতীয় মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা

হয়েছে; বিভিন্ন মহাসড়কে ১ হাজার ৫৫৮টি সেতু ও ৭ হাজার ৪৯৮টি কালভার্ট নির্মাণ/পূনঃনির্মান করা হয়েছে; দেশের সড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে ১৫টি রেলওয়ে ওভারপাস ও ১৮টি ফ্লাইওভার। উত্তরা হতে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৭টি স্টেশন বিশিষ্ট ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল MRT Line-6 এর উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গমিটার আয়তনের ৩য় টার্মিনাল অংশের ১ম, ২য় ও ৩য় তলার আরসিসি, ম্যাশনরী, ট্রাস ও রুফিং সীট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩.১০। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সাশ্রয়ী ও নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে রেলখাতের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৮০০ কিলোমিটারের অধিক নতুন রেল লাইন নির্মাণ, প্রায় ৩০০ কিলোমিটার মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর, ৭৩২টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ এবং ১৪৮টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সাথে দেশের রাজধানীর সরাসরি রেল যোগাযোগে দোহাজারী-কক্সবাজার-গুনদুম (১২৯.৫৮ কি: মি:) ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে নতুন আরও এক জোড়া আন্ত:নগর "পর্যটক এক্সপ্রেস" ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে অদ্যাবধি দেশীয় ও বৈদেশিক অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় লোকোমোটিভ সংগ্রহ ১১৬টি (৫০ এমজি+৬৬বিজি) এবং ২০টি ডিএমইউ, যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ ৬১৫ টি (৩০০টি বিজি এবং ৩১৫টি এমজি), যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন ৫০৬টি (২১০টি বিজি এবং ২৯৬টি এমজি), মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ ৫১৬টি (৫১৬টি এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান), মালবাহী ওয়াগন পুনর্বাসন ২৭৭টি। এছাড়া এডিবি অর্থায়নে 'বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য লোকোমোটিভ, রিলিফ ক্রেন এবং লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে জার্মানী হতে ০২ সেট মিটারগেজ রিলিফ ক্রেন ও ০২ সেট ব্রডগেজ রিলিফ ক্রেন এবং স্পেন হতে ০১ সেট মিটারগেজ ও ব্রডগেজ লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগৃহীত হয়েছে।

কৃষি-মৎস্য ও খাদ্য নিরাপত্তা

২৩.১১। কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। দেশের ধান উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং মওসুমের উপযোগী ৭টি হাইব্রিডসহ ১০৮টি উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের জাত এবং মাটি, পানি, সার, পোকা ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি যন্ত্র ও ধান ভিত্তিক শস্য বিন্যাস বিষয়ে দুই শতাধিক উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ যেমন খরা (৪টি), বন্যা (৩টি), লবণাক্ততা (১২টি), জোয়ার-ভাটা (২টি), ঠান্ডা সহনশীল (৪টি), ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ প্রতিরোধী (১টি) জাত রয়েছে। অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশে চাষাবাদ উপযোগী ধানের জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি এবং সময়োপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচির প্রভাবে পেঁয়াজের আবাদ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ভোজ্যতেলের আমদানি হ্রাস, আলু রপ্তানি বৃদ্ধি, পাহাড়ে কাজুবাদাম চাষ শুরু, কফিসহ রপ্তানিমুখী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অদ্যাবধি গ্রীষ্মকালীন (নাবি) পেঁয়াজ চাষ বৃদ্ধির জন্য ১৮ হাজার কৃষকের মাঝে সার ও বীজসহ অনুদান সহায়তা বাবদ ১৬.২০ কোটি টাকা এবং খরিপ/২ মৌসুমের জন্য ১৬ হাজার ৫ শত কৃষকের মাঝে ১৪.৮৫ কোটি টাকার অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে জুলাই/২০-জুন/২৫ মেয়াদে ২২২.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে "তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি" প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "কন্দাল ফসল উন্নয়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন রপ্তানিযোগ্য কন্দাল ফসল- রপ্তানিযোগ্য আলু, মিষ্টিআলু উৎপাদন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে শুরু করা এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত ৩ বছরে প্রায় ৪৫,২৬৮ মে.টন আলু মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, সিংগাপুর, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, ভুটানসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ১৩৫ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদী থাকবে না' নির্দেশনার আলোকে জানুয়ারি/২০২১-ডিসেম্বর/২০২৪ মেয়াদে "অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন" প্রকল্পটি দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ৩ লক্ষ ২৭ হাজার ১৪০টি পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।

২৩.১২। ই-কৃষি ও স্মার্ট কৃষি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে ডিজিটাল কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানসহ ই-ভাউচারের মাধ্যমে কৃষি ইনপুট ভর্তুকি কলাকৌশল (input subsidy mechanism) এর মাধ্যমে-১৫টি উপজেলায় ই-ভাউচার/ভর্তুকি সেবা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলায় সর্বমোট ২ কোটি ২৭ লক্ষ কৃষককে "কৃষক স্মার্ট কার্ড" সিস্টেমের মাধ্যমে কৃষি পরিসেবা পরিচালনা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও “ক্লাইমেট-স্মার্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট” প্রকল্পটি মোট ১০৬.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে দেশের ৮টি বিভাগের ১৭টি জেলার ২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প ভুক্ত এলাকার শস্যের নিবিড়তা ২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২,২৩৩.৩১ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২১.০৫ শতাংশ। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩,০২০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০-জুন/২৫ মেয়াদে “সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ” শীর্ষক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে ১২ ক্যাটাগরির ৫১,৩০০টি যন্ত্র ভর্তুকিমূল্যে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে।

২৩.১৩। গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণে চলতি অর্থবছরের ২য় কোয়ার্টারে সরকারিভাবে ২১.৯৩ লক্ষ ডোজ সিমেন উৎপাদন হয়েছে (অর্জন-৪৮.৭৩%) এবং ১৭.৪১ লক্ষ গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে (অর্জন-৪২.৪৬%)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৫০.২০ লক্ষ মে. টন যার মধ্যে ২য় প্রান্তিক (ডিসেম্বর/২০২৩) পর্যন্ত ৭৮.৮৭ লক্ষ মে. টন (অর্জন-৫২.৫১%) দুধ উৎপাদিত হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে গুরূত্বপূর্ণ রোগসমূহ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে সরকারি পর্যায়ে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছর টিকা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩২.৫১ কোটি ডোজ। চলতি অর্থবছরের ২য় প্রান্তিকে (ডিসেম্বর/২০২৩) পর্যন্ত ১৬.৯ কোটি ডোজ (অর্জন-৫১.৯৯%) টিকা উৎপাদিত হয়েছে। এ সময়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ১৫.৬১ কোটি ডোজ টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সর্বোচ্চ সুযোগকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ২০১৪ সালে একটি স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক সম্পদ উন্নয়নের কর্মপন্থা Plan of Action প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত পরিকল্পনা এসডিজি এর সাথে সমন্বয় করে ২০১৮-২০৩০ খ্রি. সাল পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে।

২৩.১৪। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা বিদ্যমান ২১.৮ লক্ষ মে.টন হতে ২০২৫ সালের মধ্যে ৩৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (৪.৮৭ লক্ষ মে.টন), দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) এবং দেশের কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ (ধারণক্ষমতা ১.৩৮ লক্ষ মে.টন) ইত্যাদি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৪.৮৭ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

২৩.১৫। খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ঘন্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ টি Premix Kernel Production Machine স্থাপন; ০১টি কার্নেল ফ্যাক্টরি ভবন নির্মাণ, ৪০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি ওয়্যার হাউজ (গুদাম) নির্মাণ, ০১টি অফিস কাম-ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ এবং ১০০০ কেভিএ ০১টি সাব-স্টেশন নির্মাণ ও ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ এবং স্থাপন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

২৩.১৬। ‘রূপকল্প-২০৪১’ ও এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে ৮৭,২৩০টি গ্রামের উন্নয়নের জন্য রূপরেখা তৈরির কাজ চলমান আছে। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে “পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার” এবং “পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ” শীর্ষক প্রকল্প দুইটি সমাপনান্তে ৯৫টি নতুন পুকুর খনন এবং ৮৭৮টি পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে। এছাড়া “পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প” এবং “সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫৫৩টি ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। “সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্পের আওতায় ৪৯১ টি গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কিমসহ ৮ হাজার ৮ শত কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৭০টি (আংশিক) গ্রামীণ পাইপড্ ওয়াটার স্কিম এবং ৩,৭৯০টি কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ‘খাল পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি’ প্রকল্পের আওতায় শতভাগ বাস্তবায়িত স্কিমের সংখ্যা ১৯০টি (৪২৬.৯কিঃমিঃ), পুকুরের সংখ্যা ১,৪৩৮ টি (৯০৭.৩ একর) এবং ঘাটলা ১,৩১৮টি। ২০০৯-২০২৩ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের

মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ৮ শত নিরাপদ পানির উৎস, রুরাল পাইপড্ ওয়াটার স্কিম ১১০ টি, ১৫,৬১০টি মিনি পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, ৯৫টি নতুন পুকুর খনন, ৮৭৮টি পুকুর পুনঃখনন,এবং পৌর এলাকায় ১,৪৮৪টি উৎপাদক নলকূপ, ১৭,৭৭৯.০৫কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন ও ১৫৯টি পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে।

২৩.১৭। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ০৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮৯টি পৌরসভায় ও ০২টি উপজেলায় ৯১টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ১টি কারিগরি প্রকল্পের আওতায় ৬১টি জেলা শহরে কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে "বাংলাদেশের ১০টি অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প এবং "বাংলাদেশের ২৫টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি)" শীর্ষক দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৯-২০২৩ বছরে প্রায় ৮ লক্ষ ৮ হাজার স্যানিটারি ল্যাট্রিন/উন্নত ল্যাট্রিন সেট বিতরণ ও ৬,৭১০টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।

২৩.১৮। 'রূপকল্প ২০৪১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫ মেয়াদে ১৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ২য় প্রান্তিক এর ৩১৪টি কেন্দ্র গঠন করে ৩১০৯ জন সদস্য অন্তভুর্ক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত সদস্যদের পুঁজি গঠন হয়েছে ২০৯.৯৮ লক্ষ টাকা। এ সময়ে সুফলভোগীদের মধ্যে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে ২৪৩১.৭০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ৭২৫.৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নে "মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির মাধ্যমে বর্তমানে দেশের ০৬ টি (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, জামালপুর এবং শরীয়তপুর) জেলার কমপক্ষে ৭৯,০০০ টি চর পরিবারের (মহিলা, পুরুষ এবং শিশুদের সমন্বয়ে) উন্নয়ন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮১.৯০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৫.০০%। এছাড়াও, কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পটি কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী, রাজারহাট, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলা এবং জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ১৬,২৪০.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং এই প্রকল্পের অগ্রগতির হার আর্থিক (৮৪.৪৪%) ও বাস্তব ৮৭%। "বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট"

শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪খ্রি: মেয়াদে ৫৬৫৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯ টি জেলার ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুকুলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে ১৭২৫.০০ লক্ষ (রাজস্ব-৬৮১.০০ লক্ষ ও মূলধন ১০৪৪.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ৭৯০.৪৮ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ডিসেম্বর/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত ৪২৩.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (ব্যয়ের হার ২৪.৫৬%)।

নারী ও শিশু উন্নয়ন

২৩.১৯। বর্তমান সরকার নারী উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, শ্রম বাজারে নারী প্রবেশাধিকার, সামাজিক সুরক্ষা, সহিংসতা প্রতিরোধ ইত্যাদি কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বিগত কয়েক বছরের গৃহীত পরিকল্পনা কর্মসূচি এবং তার বাস্তবায়নের ফলে নারী শিক্ষার, বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হার ইতিবাচক হারে উন্নীত হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সরকারের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি এবং কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস।

২৩.২০। প্রফেশনাল ও কারিগরি ক্ষেত্রে যুবা নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়-বর্ধক প্রশিক্ষণ (আইজিএ) প্রকল্পের আওতায় আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র, অনগ্রসর নারীদের আত্মনির্ভরশীল ও দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে মোট ৩,৮১,২৫০ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ১,০০,০০০ জন অতিদরিদ্র মহিলা ও তাদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষতায়নের মাধ্যমে সম্পদ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করা ও উদ্যোক্তা হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেয়ার লক্ষ্যে নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২৩.২১। জয়িতা ফাউন্ডেশন ও জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ফ্যাশন ডিজাইন কারুপণ্যের নকশা উন্নয়ন, কার-ড্রাইভিং, ডে-কেয়ার, ফুড প্রসেসিং, ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন, ই-কমার্স ইত্যাদি বিষয়ে মোট ৬৬২৬ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান কার্যক্রম এর আওতায় জাতীয় মহিলা সংস্থার অনুকূলে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত ২৯.৫০ কোটি (উনত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান

করা হয়েছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা ৫০টি উপজেলা ও ৫৮টি জেলা ও সদর উপজেলাসহ ১০৮টি শাখা অফিসের মাধ্যমে মাথাপিছু ৫,০০০/- টাকা থেকে ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ৫১,২৩৫ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ঘূর্ণায়মানভাবে মোট ৭২.৬৮ কোটি (বায়াত্তর কোটি আটষট্টি লক্ষ) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২৩.২২। জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ফলপ্রসু ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল গ্রহণ, জেন্ডার ইস্যুটি মূল স্রোত ধারায় আনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও জনবল বরাদ্দ প্রদান এবং প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৪৮৮৩টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক ও অসহায় কিশোর-কিশোরীদের জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে সক্ষম করা। কর্মজীবী মায়েদের ছোট সন্তানদের নিরাপদ দিবাকালীন সেবা প্রদানের মাধ্যমে মায়েদের নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে আয়বর্ধকমূলক কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ স্কুলগামী ছাত্রীদের নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কিশোরী ক্ষমতায়ন এবং সহজে ও নির্ভয়ে পথ চলার জন্য বাইসাইকেল প্রদান করা হচ্ছে। কর্মজীবী নারীরা যাতে কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে নিরাপদে কাজ করতে পারে সেজন্য ঢাকাসহ সারাদেশে মোট ০৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালনা করা হচ্ছে। তন্মধ্যে ঢাকা শহরে ০৪টি এবং জেলা শহরে (রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও যশোর) ০৪টি কর্মজীবী হোস্টেল চলমান রয়েছে। তাছাড়াও কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য বড় আশুলিয়া, সাভারে ৭৪৪ জনের বসবাস উপযোগী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে।

২৩.২৩। নারী/শিশুর প্রতি সহিংসতারোধে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার দেশব্যাপী সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ১৪টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার হতে ৬০,৬৫৩ জন নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে ১,২৬,৬১৪ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের বিভিন্নরকম সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার ও রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে ২৯,৬৯৬ জন নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ এর মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৬৫,৪১,১৫৩ জন নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান

২৩.২৪। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, শোভন কর্ম পরিবেশ ও সুস্থ শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র ইত্যাদি সংস্থার মাধ্যমে সরকার শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। অধিকন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণার্থে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল হতে নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে ও আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়াও শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণার্থে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করা হয়েছে। শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, রপ্তানিমুখী ও অন্যান্য শিল্প-কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৫২০৩ কারখানা/প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স ও ৯৯টি কারখানায় শ্রমিকের কল্যাণের জন্য গ্রুপ বীমা চালু নিশ্চিত করা হয়েছে।

২৩.২৫। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৫৮৪টি কারখানা থেকে ১৭৮৪০ জন শিশুকে শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী শ্রম আদালতে ২০১৫-১৬ হতে ২০২৩-২৪ (ডিসেম্বর/২৩) সাল পর্যন্ত ৫৭০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মোট ২০৫টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। শিশুশ্রম নিরসনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NPA) (২০২১-২৫) চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প, চিংড়ি শিল্প, ট্যানারি, কাঁচ, সিরামিক, জাহাজ রিসাইক্লিং, রপ্তানিমুখী চামড়া জাত শিল্প ও পাদুকা এবং রেশম শিল্প থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে।

২৩.২৬। নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৬৬০৭টি শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জেন্ডার ভিত্তিক কর্মকান্ডের জন্য Gender Roadmap ২০২০-২৩ প্রণয়ন করে পথ নকশা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে। ভুক্তভোগীর দ্বারা যৌন হয়রানির অভিযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়াটি সহজতর করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

অধিদপ্তরের হেল্পলাইনে (16357) ৪ জন পরিদর্শকের মধ্যে ২ জন মহিলা পরিদর্শকে নিয়োগ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ অব্যাহত রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৪০৫ জন মহিলা শ্রমিকের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৬৬০৭টি শিশুকক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২৩.২৭। রাজশাহী জেলায় সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট" (NOSHRTI) স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে ৪২ টি কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে। Labour Information Management System (LIMS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে ১ম পর্যায়ে ৩ লক্ষ শ্রমিকের তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS) চালুরকরণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২৩.২৮। শ্রমিকদের চাকরি সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়াবলি, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ২৫৪৯০টি পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে LIMA সফটওয়্যারের এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন শুরু করা হয়েছে। শ্রম সম্পর্কিত শ্রমিকদের যেকোন অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকদের অভিযোগ গ্রহণের জন্য হেল্প লাইন চালু আছে।

২৩.২৯। কলকারখানায় দুর্ঘটনা রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী ১০৮টি সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করে প্রথম পর্যায়ে ৫২০৬ টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১০,০০০ কারখানা এবং ১০৭২ টি মার্কেট ভবন পরিদর্শন করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে ২৯০০টি ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা এবং ২০০টি মার্কেট ভবন পরিদর্শন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে পরিদর্শন শুরু হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা

২৩.৩০। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু করেন। পল্লী সমাজসেবা, পল্লী মাতৃকেন্দ্র, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম ও শহর সমাজসেবা উন্নয়ন কার্যক্রম নামে চারটি খাতে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে পরিবার প্রতি ৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা ৫% সার্ভিস চার্জ হারে (পূর্বে ছিলো ১০%) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে গ্রামের অতি দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম খাতে ৫৯৭.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৪,৯০,৭৭০ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম : আবর্তক ক্ষুদ্রঋণ খাতে ৩০.০০ (ত্রিশ কোটি) টাকা বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম এর অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৫.০০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে উক্ত টাকা প্রেরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এর অনুকূলে শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৮৩.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এখাতে ১৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। ১ম কিস্তি বাবদ ৩.৭৫ (তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২৩.৩১। নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, দরিদ্র, দুস্থ, অসহায় মানুষের চিকিৎসা সহায়তার নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের ৫২৯টি 'রোগীকল্যাণ সমিতি', 'শহর সমাজ সমন্বয় পরিষদ', ৬৪টি জেলার জেলখানাস্থ 'অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি', 'জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান', 'চা-বাগান শ্রমিকদের আবাসন নির্মাণ', 'নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আবাসন নির্মাণ' ইত্যাদি উপখাতসমূহে বিভাজিত অনুদানের অর্থ বিতরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিশেষ অনুদান উপখাতে মোট ১৭.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ প্রায় ১০ (দশ) হাজার উপকারভোগীর মাঝে বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে। সে মোতাবেক দরিদ্র, দুস্থ, অসহায় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে অনুদান বিতরণের নিমিত্ত আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ৫১৪২ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৭.৬০ কোটি টাকার অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া চলতি অর্থবছরে শিক্ষার্থীদের অনুদান বাবদ ২.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থে প্রায় ০৪ (চার) হাজার শিক্ষার্থীকে অনুদান প্রদানের কার্যক্রম চলামান রয়েছে।

২৩.৩২। নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপকারভোগীদের ইলেকট্রনিক উপায়ে (G2P) ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Management Information System (MIS) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ জনের তথ্য এতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। বর্তমানে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভাতা বিতরণ করা হচ্ছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিটুপি পদ্ধতিতে মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৭১ হাজার জন সুবিধাভোগীর স্ব স্ব মোবাইল/ব্যাংক হিসাবে ভাতা/উপবৃত্তির অর্থ প্রেরণ চলমান রয়েছে।

২৩.৩৩। অটিজমসহ এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য 'অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র' (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৫) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৭টি বিভাগে মোট ১৪টি স্থানে সেবা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিগণকে প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ও ধরণ অনুযায়ী বয়স ভিত্তিক প্রয়োজন মাফিক ১৭ ধরণের সেবা সুবিধা প্রদান করা হবে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৬৪৪ জন এনডিডি ব্যক্তির মাঝে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে নগদ মোবাইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।

২৩.৩৪। এসডিজি'র লক্ষ্য অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে এবং দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) কার্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম নামে চারটি সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে পরিবার প্রতি ৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা হারে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে অতি দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ অব্যাহত রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য 'পেনশন স্কিম', বয়স্ক ভাতা, সকল প্রতিবন্ধীদের ভাতা, প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম চলমান আছে। অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, চা শ্রমিকদের আপতকালীন খাদ্য সহায়তা, ভিক্ষাবৃত্তির অবসানে ভিক্ষুক জরিপ পরিচালনা কর্মসূচি এবং ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস আক্রান্ত গরীব রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান অন্যতম।

মাননীয় স্পিকার

২৪। বৈশ্বিক কারণে আমরা নানাবিধ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। তবে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রাদুর্ভাব আমরা যেমন সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করেছি, ঠিক তেমনি ভাবে

আমরা বর্তমান সংকটগুলোও মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যাব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ সরকারের কান্ডারী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রেখে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যেতে চাই। বর্তমান অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে অর্থনীতির খাতভিত্তিক অগ্রগতির যে চিত্র এতক্ষণ তুলে ধরা হলো তাতে আশাবাদী হওয়ার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। যেমন, বিগত অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ের তুলনায় এই অর্থ বছরের একই সময়ে রাজস্ব আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রবাস আয়েও প্রবৃদ্ধি আছে। এছাড়া, রপ্তানি আয়েও প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তবে বিলাস দ্রব্যের আমদানি পরিহার এবং মিতব্যয়িতার কারণে আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমেছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেলসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেগা প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য চলমান মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। চালুকৃত মেগা প্রকল্পসমূহ থেকে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের রাজস্ব রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হওয়া শুরু হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৫। কোভিড-১৯ পরবর্তী চাহিদা বৃদ্ধি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্ভুত খাদ্যপণ্য ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বব্যাপী যে প্রবৃদ্ধির হারের শ্লথ গতি এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে তার প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও লক্ষ্যনীয়। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে উচ্চ মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য পলিসি রেট পূর্বের তুলনায় কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে বৈশ্বিক বাজারে মার্কিন ডলারের সরবরাহ কমে যাওয়ায় আমাদের টাকার মূল্যমানকে রেকর্ড পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, টাকার মূল্যমান কমে যাওয়ায় আমদানি ব্যয় বেড়ে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরে মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে। তবে, সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। আমি আস্থার সাথে বলতে পারি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, সুদূরপ্রসারি কৌশল ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে আমরা দেশের কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মূল্যস্ফীতির হারকে শীঘ্রই একটি সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসতে সক্ষম হবো। আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি।

২৬। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ভিত্তি বিনির্মাণে আমরা ইতোমধ্যে সক্ষমতা অর্জন করেছি। বর্তমানে আমরা আমাদের প্রিয় এই বাংলাদেশকে একটি "স্মার্ট বাংলাদেশ" হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, আমাদের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তি, বিভিন্ন বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অভিঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সুচিন্তিত বাস্তবমুখী পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুচারু নির্দেশনায় অর্থনীতির প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পরিশিষ্ট

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১ রাজস্ব আহরণ

সারণি ১: রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২২-২৩		২০২৩-২৪	জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আয়		২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট রাজস্ব	৪,৩৩,০০০	৩,৬৬,৬৪৪	৪,৯৯,৯৯৫	১,৬৩,৭৪১	১,৮৬,৪৫৭	৩৭.৩
	[৯.৬]	[৮.২]	[৯.৯]	(-১.৫)	(১৩.৯)	
কর রাজস্ব	৩,৮৭,৯৯৯	৩,২৭,৭০৮	৪,৪৯,৯৯৮	১,৪৫,৬৯৪	১,৬২,১৬৪	৩৬.০
	[৮.৬]	[৭.৩]	[৮.৯]	(-২.৮)	(১১.৩)	
এনবিআর	৩,৭০,০০০	৩,১৯,৭২৯	৪,৩০,০০০	১,৪১,৮০২	১,৫৮,৩৮৫	৩৬.৮
	[৮.২]	[৭.১]	[৮.৫]	(-৩.৪)	(১১.৭)	
এনবিআর বহির্ভূত	১৭,৯৯৯	৭,৯৭৮	১৯,৯৯৮	৩,৮৯২	৩,৭৮০	১৮.৯
	[০.৪]	[০.২]	[০.৪]	(২৯.৬)	(-২.৯)	
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৪৫,০০১	৩৮,৯৩৭	৪৯,৯৯৭	১৮,০৪৭	২৪,২৯৩	৪৮.৬
	[১.০]	[০.৯]	[১.০]	(১০.৪)	(৩৪.৬)	

উৎস: সিজিএ/আইবাস, অর্থ বিভাগ।

নোটঃ বন্ধনীর [ ] মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।
বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৩,৬৬,৬৪৪ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৮৪.৭ শতাংশ;
- চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,৮৬,৪৫৭ কোটি টাকা, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৩৭.৩ শতাংশ;
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে এনবিআর-কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১১.৭ শতাংশ; এ সময়ে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ প্রবৃদ্ধি (-২.৯) শতাংশ;
- চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২৪,২৯৩ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৪.৬ শতাংশ বেশি।

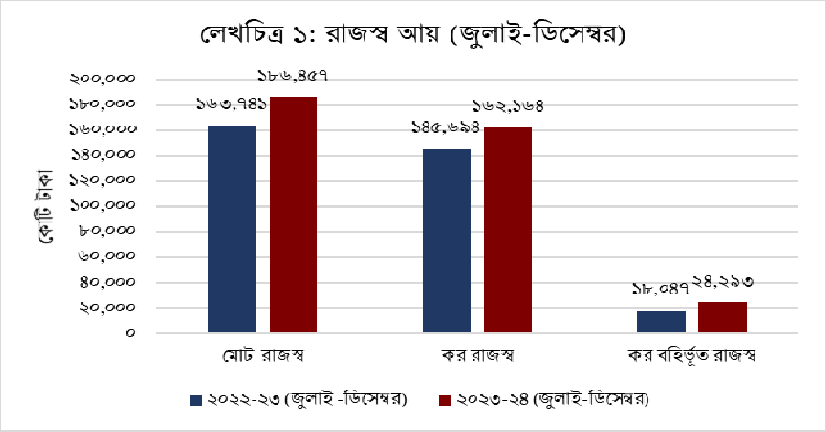

উৎস: আইবাস, অর্থ বিভাগ।

ক.২ এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ

সারণি ২: এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০২২-২৩ (প্রকৃত)	জুলাই-ডিসেম্বর (প্রকৃত)		জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে প্রবৃদ্ধি (%)
		২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৩-২৪
১	২	৩	৪	৫
আয় ও মুনাফার ওপর কর	১,০৭,১৪৫	৪৪,৪৯২	৫০,৪৮২	১৩.৫
মূল্য সংযোজন কর	১,২৬,২২৪	৫৭,৮১৪	৬৪,৪৩২	১১.৪
সম্পূরক শুল্ক	৪৪,৫৩৩	২০,৬০৩	২২,৫০০	৯.২
আমদানি শুল্ক	৩৬,১৮২	১৭,৩৭৩	১৮,৮৮৯	৮.৭
রপ্তানি শুল্ক	৩	৩	০	-৯৭.৭
আবগারি শুল্ক	৪,০৬৩	৭৭৫	৯২৯	২০.০
অন্যান্য কর ও শুল্ক	১,৫৭৯	৭৪২	১,১৫২	৫৫.২
মোট	৩,১৯,৭২৯	১,৪১,৮০২	১,৫৮,৩৮৫	১১.৭

উৎসঃ আইবাস++, অর্থ বিভাগ।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের তুলনায় চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে এনবিআর-কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.৭ শতাংশ।

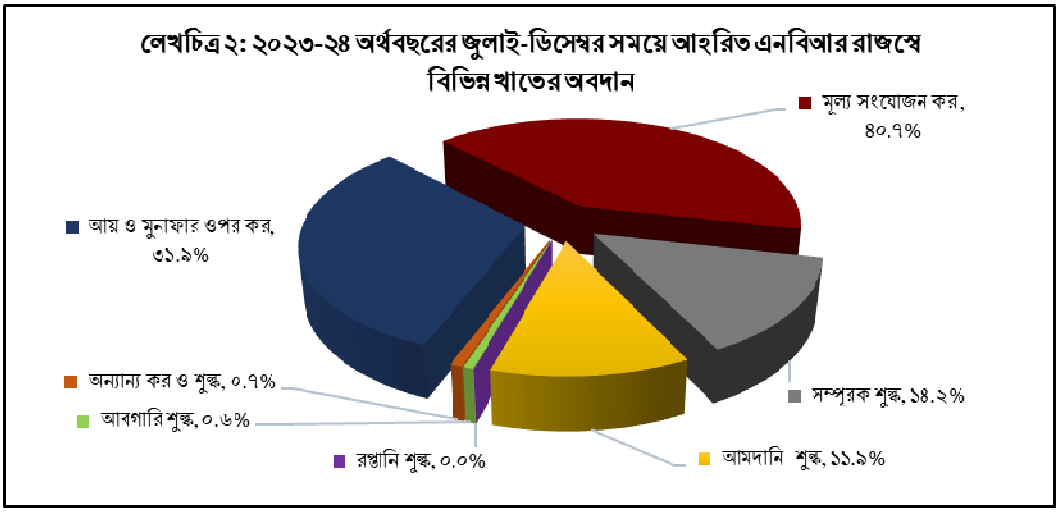

লেখচিত্র ২: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আহরিত এনবিআর রাজস্বে বিভিন্ন খাতের অবদান

উৎসঃ আইবাস++, অর্থ বিভাগ।

ক.৩ এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ

সারণি ৩: এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আহরণ	ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আহরণ	জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-২৪	
				পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি (%)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
আমদানি শুল্ক	৪৬,০১৫	১৭,৮৬৩	১৯,৩৭২	৮.৪৫	৪২.১০%
ভ্যাট (আমদানি পর্যায়ে)	৫৪,৯৪৪	২২,০৯৭	২৪,৩৩৫	১০.১৩	৪৪.২৯%
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	১৫,০৭৫	৪,৯৮৮	৫,৩৬২	৭.৪৮	৩৫.৫৭%
রপ্তানি শুল্ক	৬৬	৩	০	-৯৯.৬৪	০.০২%
উপমোট	**১,১৬,১০০**	৪৪,৯৫১	৪৯,০৬৯	৯.১৬	৪২.২৬%
আবগারি শুল্ক	৫,২০৮	৭,৩০৭	৩,০১২	-৫৮.৭৮	৫৭.৮৩%
ভ্যাট (স্থানীয় পর্যায়ে)	১,১০,৭৭২	৩৩,৫৫৬	৪৪,৩৫৩	৩২.১৮	৪০.০৪%
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	৪৩,১১৯	১৪,৪০৮	১৬,৯০৪	১৭.৩২	৩৯.২০%
টার্ন ওভার ট্যাক্স	০.৯	০.২	০.৪	১১১.১১	৪২.২২%

খাত	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আহরণ	ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আহরণ	জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-২৪	
				পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি (%)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
অন্যান্য (স্থানীয় পর্যায়ে)	০	৫৬৭	৪৬৮	-১৭.৪২	-
উপমোট	**১,৫৯,১০০**	৫৫,৮৩৮	৬৪,৭৩৭	১৫.৯৪	৪০.৬৯%
আয়কর	১,৫৩,০৬৫	৪৩,৯৫৯	৫০,৭৯০	১৫.৫৪	৩৩.১৮%
ভ্রমণ কর	১,৭৩৫	৬৮৩	১,০৩৪	৫১.৩৬	৫৯.৬১%
প্রত্যক্ষ কর হতে মোট আয়	**১,৫৪,৮০০**	৪৪,৬৪২	৫১,৮২৪	১৬.০৯	৩৩.৪৮%
সর্বমোট	**৪,৩০,০০০**	**১,৪৫,৪৩১**	**১,৬৫,৬৩০**	**১৩.৮৯**	**৩৮.৫২%**

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর হিসাবমতে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৩৮.৫২ শতাংশ কর আদায় হয়েছে।
- রাজস্ব প্রদান পদ্ধতির অটোমেশনের কারণে কিছু রাজস্ব আদায় তথ্যে আইবাস ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

খ.১ সরকারি ব্যয়

সারণি ৪: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০২২-২৩	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে প্রকৃত ব্যয়		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেটের তুলনায় অর্জন
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	বাজেট	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	
মোট ব্যয়	৬,৬০,৫০৮ ।১৪.৮৮।	৫,৭৩,৮৫০ ।১২.৭৮।	৭,৬১,৭৮৫ ।১৫.১২।	১,৮৪,৫২৫ (১৬.৮৭)	১,৯৪,৮৯৮ (৫.৬২)	২৫.৫৮
পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয়	৪,৩২,৯৪১ ।৯.৭৫।	৩,৮১,৯৩০ ।৮.৫০।	৪,৯৮,৭৮৫ ।৯.৯০।	১,৫১,৪১২ (২৬.৯৮)	১,৫৩,০৫৭ (১.০৯)	৩০.৬৯
এডিপি ব্যয়	২,২৭,৫৬৬ ।৫.১৩।	১,৯১,৯২১ ।৪.২৭।	২,৬৩,০০০ ।৫.২২।	৩৩,১১৩ (-১৪.৩৪)	৪১,৮৪২ (২৬.৩৬)	১৫.৯১

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

নোট: বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপির (২০১৫-১৬ অর্থবছরকে ভিত্তিবছর ধরে) শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে; বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

- গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৫,৭৩,৮৫০ কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটের প্রায় ৮৬.৮৮ শতাংশ;
- চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালন ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয় বার্ষিক বরাদ্দের ৩০.৬৯ শতাংশ অর্জিত হয়েছে; এক্ষেত্রে ব্যয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.০৯ শতাংশ বেড়েছে;
- চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে ব্যয় হয়েছে মোট বরাদ্দের ১৫.৯১ শতাংশ।

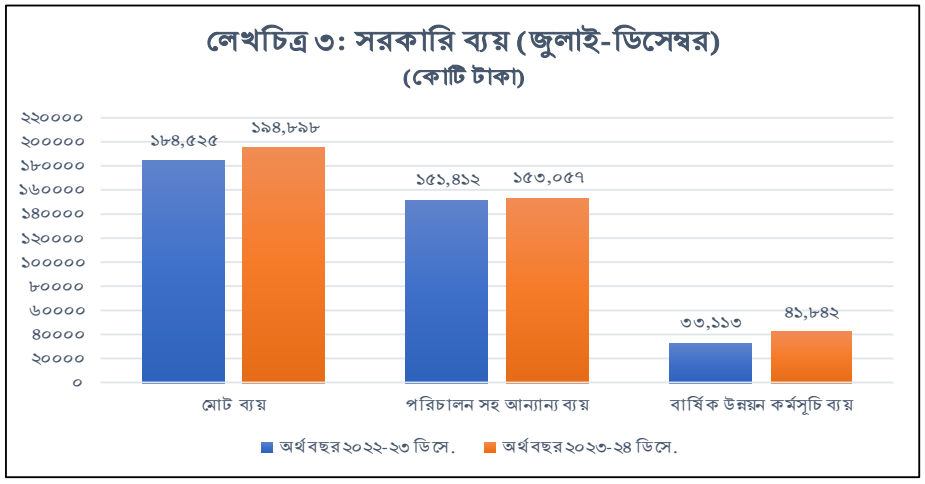

খ.২ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২২-২৩		২০২৩-২৪		জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ব্যয়			২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	প্রবৃদ্ধি (%)	
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪৫২০২	৩৮৫৯৯	৪৬৭০৪	৪৬৪৭৫	৬৯৪৩	১০৯৮৩	৫৮.২	২৩.৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩৩৬৫২	৩০৪৯৬	৪২৮৩৮	৩৪০৭১	১১৬৫৪	১৩৩২২	১৪.৩	৩১.১
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৬২৭৭	৩১৬২৪	৪১৭৩৩	৩৭৫৭৫	১১৬৭৪	১২০১৯	৩.০	২৮.৮
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩৫২৪৮	৩০৯২০	৩৯৭১০	৩৩৩৬৫	৫৮৪১	৫৫৫২	-৫.০	১৪.০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৭৭০৩	২৩৮১৫	৩৪৭২২	৩১৭০০	৭৮৭৪	১০৪০৩	৩২.১	৩০.০
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৫২৮৮	২৫২৯০	৩৩৮২৫	২৭৮০৫	২৩০৬	৫৩৮৯	১৩৩.৬	১৫.৯
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২৩০৫২	১৭৬৬৩	২৯৪৩১	২২৫৮৪	৪৯৩৯	৬০০১	২১.৫	২০.৪
জননিরাপত্তা বিভাগ	২২৫৭৭	২১২৭৩	২৫৬৯৭	২৫১২৫	৮৩৫৮	৯২৯০	১১.২	৩৬.২
কৃষি মন্ত্রণালয়	৩৩৮০৫	৩২৫৩৭	২৫১১৮	২৫২০৩	১০১৪৩	৮১৪২	-১৯.৭	৩২.৪
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৬৪৭৮	১৪৭০৩	১৯০১০	১৫৯৫৮	২৩৪২	২২০৯	-৫.৭	১১.৬
মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	২৯৯২৮২	২৬৬৯২১	৩৩৮৭৮৭	২৯৯৮৬২	৭২০৭৫	৮৩৩০৮	১৫.৬	২৪.৬
অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ	৩৬১২৩০	৩০৬৯২৯	৪২৩০০২	৪০৩৮৬৮	১১২৪৪৯	১১১৫৯০	-০.৮	২৬.৪
সর্বমোট	৬৬০৫১২	৫৭৩৮৫০	৭৬১৭৮৯	৭০৩৭৩০	১৮৪৫২৫	১৯৪৮৯৮	৫.৬	২৫.৬

উৎসঃ আইবাস++, অর্থ বিভাগ

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে বরাদ্দ হলো মোট বাজেটের ৪৪.৪৭ শতাংশ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বিপরীতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৫৫.৫৩ শতাংশ;
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বাজেট বরাদ্দের ২৪.৬ শতাংশ হয়েছে; অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ব্যয় ২৬.৪ শতাংশ এবং মোট ব্যয় বাজেটের ২৫.৬ শতাংশ হয়েছে;
- সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে মোট ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৬ শতাংশ বেড়েছে।

খ.৩ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৬: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৩-২৪ অর্থবছর		জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ব্যয়			২০২৩-২৪ বরাদ্দের তুলনায় অর্জন (%)
	বরাদ্দ	প্রকল্প সংখ্যা	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	প্রবৃদ্ধি (%)	
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৯৯৯৮	২১৬	৯১০৯	১২২২৮	৩৪.২	৩০.৬
বিদ্যুৎ বিভাগ	৩১২৪৫	৬২	১০৫৮৮	৮৬৯৬	-১৭.৯	২৭.৮
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩২৮৫৫	১৪১	৮৩৭৬	৫৫৭৫	-৩৩.৪	১৭.০
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৪৩৭৩	২৮	৩৭৬১	৪৬৪৭	২৩.৫	৩২.৩
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১৩১৯৩	৫৮	১৬৯৪	১৫৩৬	-৯.৩	১১.৬
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১২৬৬৮	২৪	২৮৬২	২৬৬৫	-৬.৯	২১.০
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১২০০৮	৩৯	১৫০০	১৮০০	২০.০	১৫.০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১০৭৯৮	৭	১৩৮২	২১২৪	৫৩.৭	১৯.৭
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৯২৬০	৩২	৮৮৬	৮৩৫	-৫.৮	৯.০
সেতু বিভাগ	৮৬৮৩	৯	৩৯৯৬	২৮৭২	-২৮.১	৩৩.১
মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	১৯০১৯৫	৬১৬	৪৪১৫৪	৪৩৭৮৬	-০.৮	২৩.০
অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ	৭২৮০৫	৬৮৬	১৬০৯৫	১৭৩৮১	৮.০	২৩.৯
সর্বমোট ব্যয়	২৬৩০০০	১৩০২	৬০২৪৯	৬১১৬৭	১.৫	২৩.৩

উৎস: আইএমইডি

নোট: এ সারণিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত বরাদ্দ/ব্যয় দেখানো হয়েছে আইএমইডি এর হিসাব অনুযায়ী-

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭২.৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে; অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৭.৭ শতাংশ;
- জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ২৩.০ শতাংশ; অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ২৩.৯ শতাংশ;
- সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৫ শতাংশ বেড়েছে।

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৭: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	জুলাই-ডিসেম্বর (প্রকৃত)	
	প্রকৃত	বাজেট	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-২০৭,১৯৩ ।-৪.৬৭।	-২৬১,৭৯০ ।-৫.২৩।	-২০,৭৭৭ ।-০.৪৭।	-৮,৩৩৮ ।-০.১৭।
অর্থায়ন	২০৩,৫১১ ।৪.৫৮।	২৫৭,৮৮৫ ।৫.১৫।	২০,৩৫৮ ।০.৪৬।	৭,০৫৯ ।০.১৪।
বৈদেশিক	৭৯,১৫৫ ।১.৭৮।	১০২,৪৯০ ।২.০৫।	৮,১৬৪ ।০.১৮।	১০,৩৪৭ ।০.২১।
অভ্যন্তরীণ	১২৪,৩৫৬ ।২.৮০।	১৫৫,৩৯৫ ।৩.১০।	১২,১৯৪ ।০.২৭।	-৩,২৮৭ ।-০.০৭।
ব্যাংক	১১৮,০২৫ ।২.৬৬।	১৩২,৩৯৫ ।২.৬৪।	৩০,২৪৯ ।০.৬৮।	৮,০৭৯ ।০.১৬।
ব্যাংক বহির্ভূত	৬,৩৩১ ।০.১৪।	২৩,০০০ ।০.৪৬।	-১৮,০৫৫ ।-০.৪১।	-১১,৩৬৬ ।-০.২৩।

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

নোট: বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে মোট ঘাটতি প্রাক্কলন (অনুদান ব্যতীত) করা হয়েছে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা যা উক্ত অর্থবছরের অনুমিত জিডিপি'র ৫.২৩ শতাংশ;
- ব্যাংক উৎস হতে নিট অর্থায়নের প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা যা অনুমিত জিডিপি'র ২.৬৪ শতাংশ;
- চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে বাজেট ঘাটতি ৮ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা; বিগত অর্থবছরে একই সময়ে ঘাটতি ছিল ২০ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা।

গ.২. বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি ৮: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	জুলাই-ডিসেম্বর (প্রকৃত)	
	প্রকৃত	বাজেট	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
নিট অর্থায়ন (বৈদেশিক)	৭৯,১৫৫	১০২,৪৯০	৮,১৬৪	১০,৩৪৭
ঋণ	৯৬,৬৪৭	১২৭,১৯০	১৫,৮০১	২৩,১১২
অনুদান	২,৭৫২	৩,৯০০	০১	৮২৫
ঋণ পরিশোধ	-১৭,৪৯১	-২৪,৭০০	-৭,৬৩৭	-১২,৭৬৫

উৎস: আইবাস$^{++}$, অর্থ বিভাগ

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে নিট বৈদেশিক অর্থায়ন গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে;
- চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৈদেশিক অর্থায়ন ২ হাজার ১৮৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ.১. মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৯: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	ডিসেম্বর ২০২২		জুন ২০২৩		ডিসেম্বর ২০২৩		জুন ২০২৪ লক্ষ্যমাত্রা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মূল লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা*
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১০.০	৮.৫	১১.৫	১০.৫	৯.৫	৮.৬	১০.০	৯.৭
নিট বৈদেশিক সম্পদ	-১০.৭	-১৩.৫	-১১.৯	-১৩.১	-১৬.৮	-১৩.১	৪.৭	-২.৪
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৬.৭	১৫.০	১৭.৯	১৬.৯	১৫.৯	১৩.৪	১১.১	১২.২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৬.৭	১৫.০	১৮.৫	১৫.৩	১৫.৯	১১.৯	১৫.৪	১৩.৯
সরকারি খাত	৩২.৩	২৪.৮	৩৭.৭	৩৪.৯	৩৭.৯	১৯.৩	৩১.০	২৭.৮
বেসরকারি খাত	১৩.৬	১২.৯	১৪.১	১০.৬	১০.৯	১০.১	১১.০	১০.০
রিজার্ভ মুদ্রা	৯.০	১৭.৪	১৪.০	১০.৫	০.০	-২.০	৬.০	-১.০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; *জুন ২০২৪ সময়ের মূল লক্ষ্যমাত্রাসমুহ মুদ্রানীতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ হতে এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ মুদ্রানীতি জানুয়ারি-জুন ২০২৪ হতে গৃহীত।

- ✓ ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর ২০২৩ শেষে ৮.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা এ সময়ের লক্ষ্যমাত্রা ৯.৫ শতাংশের চেয়ে কিছুটা কম;
- ✓ রিজার্ভ মুদ্রা ডিসেম্বর ২০২৩ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২.০৩ শতাশ (৭,৬৯৬ কোটি টাকা) হ্রাস পেয়েছে।

ঘ.২. সুদের হার

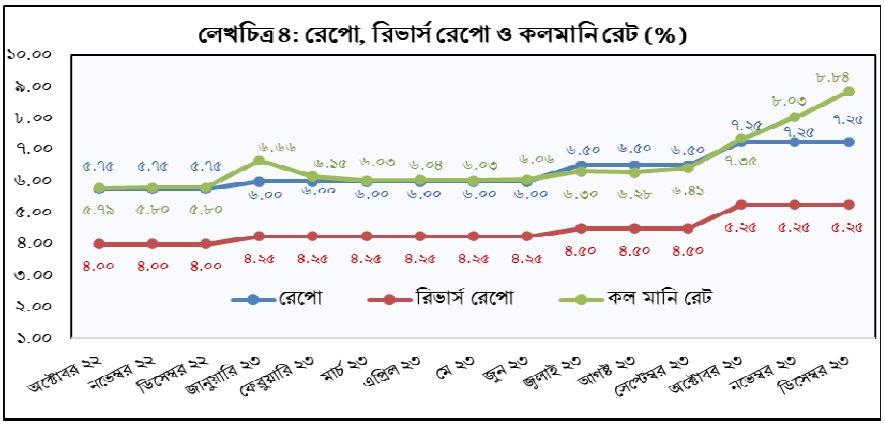

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- ✓ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতি সুদহার (রেপো) ডিসেম্বর ২০২২ এর ৬.০০ শতাংশ হতে বাড়িয়ে ডিসেম্বর ২০২৩ এ ৭.৭৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে;
- ✓ কলমানি রেট (ভারিত গড়) ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে ৮.৮৪ শতাংশে পৌঁছে যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩.০৪ শতাংশ বিন্দু বেশি।

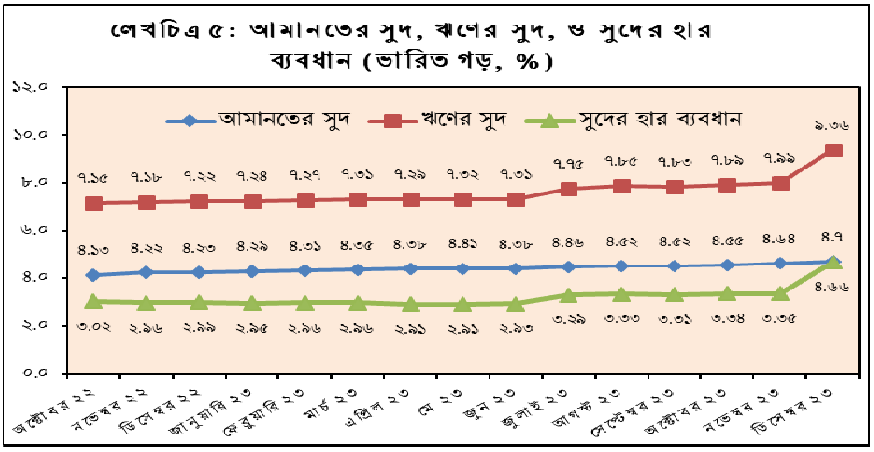

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- ✓ নীতি সুদহার বৃদ্ধির প্রভাবে আমানত ও ঋণের সুদহার ক্রমশ বাড়ছে; ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে ঋণের সুদহার (ভারিত গড়) ছিল ৭.২২ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে এসে ৯.৩৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে;
- ✓ আমানত ও ঋণের সুদহারের ব্যবধান ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে ৪.৬৬ শতাংশে পৌঁছেছে যা ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে ছিল ২.৯৯ শতাংশ।

৬. বৈদেশিক খাত

৬.১. আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাস আয়

সারণি ১০: আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাস আয় পরিস্থিতি

খাত	২০২২-২৩	জুলাই-ডিসেম্বর	
		২০২২-২৩	২০২৩-২৪
রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫৫৫৫৮.৭৭	২৭৩১১.২৬	২৭৫৪০.৩৭
প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৬৭	১০.৫৮	০.৮৪
আমদানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৬৯৪৯৫.০	৩৮১৩২	৩০৫৮০
প্রবৃদ্ধি (%)	-১৫.৭৬	-২.১৫	-১৯.৮০
প্রবাস আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২১৬১০.৭০	১০৪৯৩.২৬	১০৭৯৮.২৯
প্রবৃদ্ধি (%)	২.৭৫	২.৪৮	২.৯১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

৬.২. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১১: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	৩০ জুন ২০২২	৩১ ডিসেম্বর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩	৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	৪১,৮২৬.৭৩	৩৩,৭৪৭.৭৪	৩১,২০২.৯৮	২৭,১৩০.০৪
আমদানি মাস হিসেবে	৬.৭	৬.১	৫.০	৫.২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

৬.৩. মুদ্রা বিনিময় হার (টাকা /ইউএসডি)

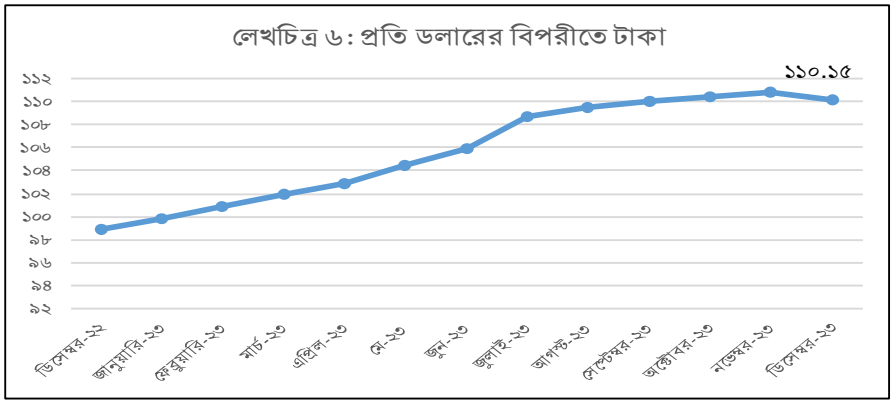

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১. মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১২: মূল্যস্ফীতির গতিধারা
(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)

মূল্যস্ফীতি (%)	২০২২-২৩				২০২৩-২৪			
	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়
সাধারণ	৮.৯	৮.৯	৮.৭	৭.৭০	৯.৯৩	৯.৪৯	৯.৪১	৯.৪৮
খাদ্য	৮.৫	৮.১৪	৭.৯	৭.৭৫	১২.৫৬	১০.৭৬	৯.৫৮	১০.০৮
খাদ্য-বহির্ভূত	৯.৬	৯.৯৮	৯.৯৬	৭.৬২	৮.৩	৮.১৬	৮.৫২	৯.০৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

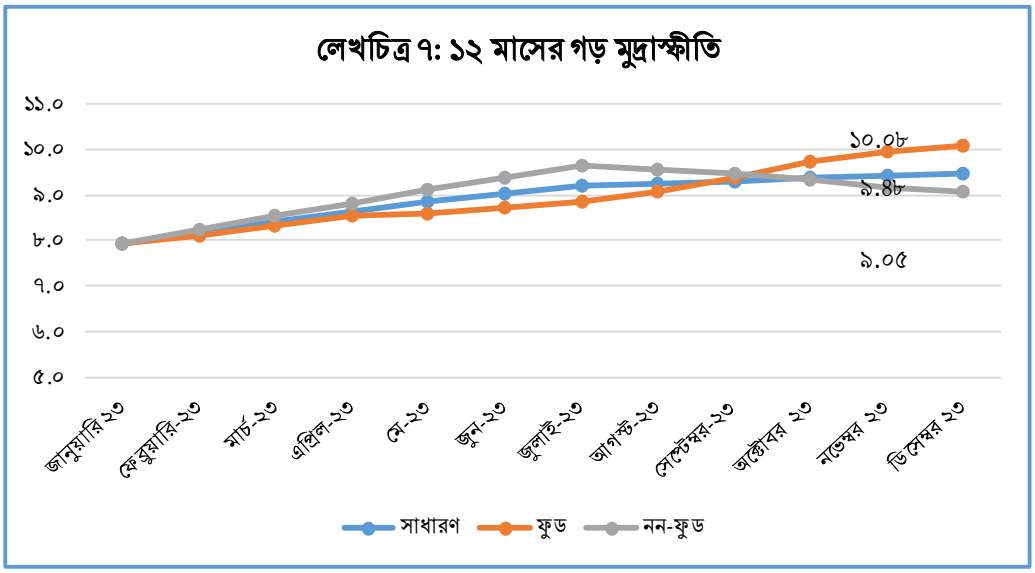

উৎস: বিবিএস

বিজি প্রেস: ৬৮০৯ কম-এ(৬)/২০২৩-২৪, ৬০০ বই, ২০২৪। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।